49

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 14 MAY 1994 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ১ ...

মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নয়ন প্রসঙ্গে-

আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে বিগত কয়েক বছর ধরে অনেক আলোচনা-সমালোচনা চলে আসছে। সকলের কথা একটাই। শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি চাই। প্রাথমিক পর্যায় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করতে হবে। ব্রিটিশ আমলের শিক্ষা ব্যবস্থা এখন অচল, এই অবস্থার পরিবর্তন না হলে, যুগোপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন না হলে জাতির উন্নতির পথে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না। এ জন্য স্বাধীনতার পর বিগত বাইশ বছর ধরে এ নিয়ে অনেক চিন্তাভাবনা হচ্ছে। প্রত্যেক আমলেই এ ক্ষেত্রে কিছু পরিবর্তনের সূচনা হয়েছে। কিন্তু অনুকূল পরিবেশের অভাবে এসব কর্মসূচী আশানুরূপ সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। বর্তমানে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নের প্রতি বেশ গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। এ জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা ও কর্মসূচী গৃহীত হচ্ছে। ইতোপূর্বে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য গৃহীত কর্মসূচীর কথা বলা যায়। এ উদ্দেশ্যে সারাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বাড়ানো, শিক্ষকদের বেতন-ভাতা বাড়ানো এবং সর্বোপরি শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী প্রবর্তন উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারীকরণ বন্ধ করার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষার পরই আসে মাধ্যমিক শিক্ষা। ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য উচ্চ শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি ও উচ্চ শিক্ষার মান উন্নীত করতে হলে মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থা উন্নত করা প্রয়োজন- এ কথা বহুদিন থেকে চলে আসলেও এ পর্যন্ত এ ব্যাপারে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য কর্মসূচী গৃহীত হয়নি। ফলে মাধ্যমিক শিক্ষা উপেক্ষিত রয়েছে। সম্প্রতি সরকার এ ব্যাপারটির প্রতি নজর দিয়েছে, মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নয়নের প্রতি গুরুত্ব দিচ্ছে। সরকারের এ উদ্যোগ নিঃসন্দেহ প্রশংসনীয়। গত বৃহস্পতিবার দৈনিক জনকণ্ঠে প্রকাশিত "বেসরকারী মাধ্যমিক স্কুল উন্নয়নে ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ" শীর্ষক সংবাদে বলা হয়েছে, গত বুধবার জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির বৈঠকে তিন শ' পঞ্চাশ কোটি টাকা ব্যয়ে বেসরকারী মাধ্যমিক স্কুল উন্নয়নের একটি প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে। এ প্রকল্পের জন্য আগামী অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন প্রকল্পের অধীনে ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। আগামী তিন বছরের মধ্যে এ প্রকল্প অনুযায়ী প্রতিটি থানায় ৬টি করে হাই স্কুল ও একটি করে মাদ্রাসার উন্নয়ন করা হবে। হাই স্কুল ও মাদ্রাসার মোট সংখ্যা হবে ২২০টি। এই প্রকল্পের সব ব্যয় নির্বাহ করা হবে উন্নয়ন বাজেট থেকে, রাজস্ব বাজেট থেকে নয়। শুধু তাই নয়, শিক্ষা খাতের উন্নয়নের জন্য সরকার একটি পৃথক ও স্বতন্ত্র ফেসিলিটিজ ডিরেক্টরেট গঠনেরও সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এছাড়া আগামী বাজেটে শিক্ষা খাতে এক হাজার এক শ' পঁচাত্তর কোটি টাকার উন্নয়ন বরাদ্দসহ মোট তিন হাজার ছয় শ' কোটি টাকা বরাদ্দ করা হবে। এ পর্যন্ত শিক্ষা খাতে বরাদ্দের মধ্যে এটিই হবে সর্বোচ্চ পরিমাণ।

দেশের শিক্ষার উন্নয়নে বর্তমান সরকার যে আগ্রহশীল একনেকের বৈঠকের এই সিদ্ধান্ত তার প্রমাণ। কিন্তু আগ্রহ ও বাস্তবতা এক কথা নয়। দু' হাজার সালের মধ্যে দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও সবার জন্য স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা করার যে কর্মসূচী গৃহীত হয়েছে তা শেষ পর্যন্ত যে ব্যর্থ হবে এ বিষয়ে এখন আর কেউ দ্বিমত পোষণ করেন না। তার কারণ কি আগ্রহের অভাব? না, তা নয়—অভাব সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষসমূহের সময়মতো উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের। মাধ্যমিক স্কুল ও মাদ্রাসাসমূহের উন্নয়নের জন্য গৃহীত এ কর্মসূচীও নির্ধারিত তিন বছরে কতটুকু সফলতা অর্জন করবে সে কথা এখনই বলা না গেলেও নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জনের ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশের সুযোগ রয়েছে যথেষ্ট। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ শিক্ষাখাতে গত তিন বছরে প্রধানমন্ত্রীর প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির ব্যাপারটি। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ, উন্নয়নসহ শিক্ষাক্ষেত্রে গত তিন বছরে প্রধানমন্ত্রী যত প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তার ১৩ শতাংশ মাত্র বাস্তবায়িত হয়েছে। মোট প্রতিশ্রুতির ৪৫ ভাগ বাস্তবায়িত হয়নি। আর ৪১ ভাগ বাস্তবায়নের পথে। গত তিন বছরে শিক্ষা খাতে তাঁর প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির সংখ্যা ১৭৭। প্রধানমন্ত্রীর প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির আর সরকারী সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কোন তারতম্য আছে বলে মনে হয় না। বিশেষ করে একটি গণতান্ত্রিক সরকারের প্রধানমন্ত্রী শুধু সরকারপ্রধানই নন, তিনি যে জাতির আশা- আকাঙ্ক্ষার প্রতীক এ কথার কোন বিতর্কের অবকাশ নেই। সেই প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি পূরণের ক্ষেত্রে যদি এই অবস্থা হয় তা হলে মাধ্যমিক স্কুল ও মাদ্রাসা উন্নয়নের ব্যাপারে কি হবে তা অনুমান করা খুব কষ্টসাধ্য কিছু নয়। একদিকে আমাদের ধীরে চলা নীতি এবং অপরদিকে দুর্নীতি ও অনিয়মের বেড়া ডিঙিয়ে আমাদের কোন কর্মসূচীই যে সময়মতো আশানুরূপ সাফল্য অর্জন করতে পারেনি এর ভূরি ভূরি নজির রয়েছে। এ প্রসঙ্গে সম্প্রতি পত্রিকান্তরে প্রকাশিত যশোরসহ ৭টি জেলার মাধ্যমিক শিক্ষা প্রকল্পের সংবাদ উল্লেখ করা যায়। এ সংবাদে বলা হয়েছে, এশিয়া উন্নয়ন ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় যশোরসহ ৭টি জেলার প্রতি থানায় একটি করে বেসরকারী স্কুল ও দাখিল মাদ্রাসা ভবন নির্মাণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কিন্তু ফেসিলিটিজ বিভাগের লোকদের দুর্নীতি ও মস্তানদের দৌরাত্ম্যে ঠিকাদাররা কাজ করতে পারেনি। ফলে এই প্রকল্প এখন বাতিল হবার পথে।

কাজেই একনেকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বেসরকারী মাধ্যমিক স্কুল ও মাদ্রাসা উন্নয়নের কাজ শুরু করার আগেই প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার, দুর্নীতি বন্ধের এবং মস্তানদের দৌরাত্ম্য প্রতিরোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। অন্যথায় শেষ পর্যন্ত শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নের এই উদ্যোগ সরকারের স্বপ্নই হয়ে থাকবে, জাতির কোন লাভ হবে না।